বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ৪৫তম জাতীয় সমাবেশ

বিশেষ ক্রোড়পত্র

২৯শে মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সহযোগিতায়ঃ তথ্য অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৫তম জাতীয় সমাবেশ উপলক্ষ্যে এ বাহিনীর নিবেদিতপ্রাণ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সদস্য-সদস্যাদের শুভেচ্ছা জানাই।

একটি ন্যায়ভিত্তিক, সুসংহত এবং বৈষম্যহীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজন নিরাপত্তা ও উন্নয়ন। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর শক্তিশালী ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা অফুরন্ত। দেশের তৃণমূল প্রশাসনিক স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত এ বাহিনীর রয়েছে সুরক্ষিত সমাজ কাঠামো গঠন, মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক উন্নয়ন ব্যবস্থা এবং মানুষের দুয়ারে সেবা পৌঁছে দেওয়ার মত কার্যকর নেটওয়ার্ক। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, দেশের বিভিন্ন দুর্যোগ আক্রান্তদের উদ্ধার এবং ত্রাণ তৎপরতায় এ বাহিনীর সদস্যরা প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গড়ার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপির নিজস্ব বহুবিধ চলমান সংস্কার কার্যক্রম চালু রয়েছে। অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখা শিল্প-কারখানা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতালসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন রাখতে ৫০ হাজারেরও অধিক অঙ্গীভূত আনসার সদস্য কাজ করছে। দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে দেশের কূটনৈতিক মিশনসমূহে নিরাপত্তা প্রদানে এ বাহিনীর ভূমিকা দৃশ্যমান। যুব সমাজের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে বাহিনী কর্তৃক গৃহীত নব সংযোজিত অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপসমূহ আগামীতে এই বাহিনীকে আরো বেশি জনসম্পৃক্ত করে তুলবে।

আমি বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং দেশ গড়ার কাজে তাদের অব্যাহত কার্যকর ভূমিকা কামনা করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

উপদেষ্টা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ৪৫তম জাতীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে বাহিনীতে কর্মরত সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এ বাহিনীর যে ৬৭০ জন সদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা।

'সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নের অঙ্গীকার' স্লোগান ধারণ করে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ দেশপ্রেমিক বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। এ বাহিনীর চলমান সংস্কার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তৃণমূল থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে আত্মনির্ভশীল হয়ে গড়ে ওঠার প্রত্যয় ও উপকরণ। জুলাই বিপ্লবের অন্যতম আবেদন হলো জরাজীর্ণ প্রথা ভেঙ্গে স্ব স্ব সুপ্তশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে সামনে এগিয়ে চলা। পুরাতন ধ্যান-ধারণা থেকে বের হয়ে আজ নিজস্ব গরিমায় বলীয়ান বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

এ বাহিনীর গ্রামভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণকে নিয়ে আসা হয়েছে নতুন সিলেবাস ও যুগোপযোগী নীতিমালার আওতায়, যেখানে সামাজিক নিরাপত্তার পাশাপাশি তরুণ সমাজকে ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান ও সামাজিক ব্যবসার আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির জন্য প্রস্তুত করা হবে সর্ববৃহৎ এই বাহিনীর প্ল্যাটফর্মে। সর্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হিসেবে এ বাহিনীর জন্য ডাটাবেজ ও নতুন ডিজিটাল অবকাঠামো সংযোজন করা হচ্ছে। তাছাড়া দেশ সেবার মৌলিক চেতনায় নবাগত তরুণদের উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে নেয়া হয়েছে নানা কর্মসূচি।

বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শীতকালীন মহড়ায় অংশগ্রহণ করেছে আনসার ভিডিপির উপজেলা প্লাটুনভুক্ত সদস্যরা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের একই সেবাক্ষেত্রের সাথে সমন্বিত অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রান্তিক পর্যায়ের বিভিন্ন যে জনগোষ্ঠীগুলো রয়েছে তাদেরকেও বাহিনীর সামাজিক নিরাপত্তা উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথমবারের মতো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাঁওতাল, মুরং ও মণিপুরী সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণের সূচনা হয়েছে। বৈষম্যহীন ও সেবাধর্মী নতুন লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ বাহিনী অদূর ভবিষ্যতে শ্রেণি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের বিশ্বাস, আস্থা ও কল্যাণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে-এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

পরিশেষে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল সদস্যসহ '৭৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ৪৫ তম জাতীয় সমাবেশ'-এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

দেশ পুনর্গঠন ও সংস্কারে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা এবং নতুন উদ্যমে পথচলা

ছাত্র-জনতার অবিস্মরণীয় এবং অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশ পুনর্গঠন ও সংস্কারের এক নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে। দেশ পুনর্গঠন ও সংস্কারের এই অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই বাহিনী দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন বাস্তবায়নে এবং সুখী-সমৃদ্ধ ও নিরাপদ রাষ্ট্রগঠনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ এর এই দিন বদলের হাতছানিতে ও ইতিহাসের পাতায় গৌরবময় ভূমিকা রাখার আন্তরিক চেষ্টা করছে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। একই সঙ্গে বাহিনীর অভ্যন্তরে দীর্ঘদিন ধরে ঘাপটি মেরে থাকা বৈষম্য দূরীকরণেও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী তিনটি ক্যাটাগরিতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বাহিনীর স্থায়ী সদস্য হলেন ব্যাটালিয়ন আনসার। বর্তমান আইন অনুযায়ী, ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যরা জননিরাপত্তামূলক কাজে সরকার বা সরকারের অনুমোদনক্রমে যেকোনোও কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে সহায়তা, দুর্যোগ মোকাবিলায় ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ, সরকারের নির্দেশে যেকোনোও প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা ও সরকারের নির্দেশে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা করে থাকে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সাধারণ আনসার। ৯০ দিনের কঠোর মৌলিক প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সাধারণ আনসার সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় কোম্পানী ও প্লাটুনভুক্ত হয়। সাধারণ আনসার সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন ও মাদক নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করে। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সাধারণ আনসার সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাধারণ আনসার সদস্যদের বিশেষ সুবিধা হলো অঙ্গীভূত হয়ে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালন করা। বর্তমানে বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, হাসপাতাল, বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও শিল্প-আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রায় ৫৫হাজার অঙ্গীভূত আনসার সদস্য নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিরলসভাবে কাজ করছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সবচেয়ে বৃহৎ অংশ হলো গ্রাম প্রতিরক্ষা দল-ভিডিপি। ভিডিপি সদস্যদের অর্ধেকই নারী। ইউনিয়ন দলনেতা-দলনেত্রীর নেতৃত্বে প্রতিটি গ্রামে ৩২ জনের একটি পুরুষ ভিডিপি ও ৩২ জনের একটি নারী ভিডিপি প্লাটুন রয়েছে। তারা নিজ নিজ এলাকায় জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ, আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তামূলক কাজে সহায়তা প্রদান করে আসছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলন পরবর্তী নতুন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার অন্যতম অংশীদার বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। দেশ গঠনে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী শুরু থেকেই অবদান রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৫ আগস্ট ২০২৪ স্বৈরাচার সরকারের পতনের পর সমগ্র বাংলাদেশে পরিত্যক্ত থানা ও বিমান বন্দরসমূহ দ্রুততার সাথে সুরক্ষা এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জিং নিরাপত্তা হুমকির মাঝে শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপনে আনসার-ভিডিপি সদস্যদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশাল এই পূজামণ্ডপভিত্তিক নিরাপত্তা দায়িত্বের সিংহভাগই বর্তেছিল বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ওপর। দেশের ক্রান্তিলগ্নে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের সুনামকে অক্ষুণ্ন রাখতে বাহিনীর মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে সদর দপ্তরের প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসবমুখর পরিবেশে সমন্বিত নিরাপত্তার মাঝে সমাপ্ত হয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলে অনেক আগে থেকেই সেনাবাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের স্বার্বভৌমত্ব রক্ষা ও পাহাড়ি অধিবাসীদের নিরাপত্তার কাজে গৌরোবজ্জ্বল ভূমিকা-এক অবিচ্ছেদ্য ইতিহাস। অস্ত্রধারী প্লাটুনের পাশাপাশি সেখানেও মানুষের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করছে হিল আনসার ও হিল ভিডিপির সদস্যরা। জুলাই বিপ্লবোত্তর পার্বত্য এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতি মোকাবিলায় কমিউনিটি এলার্ট মেকানিজমের মাধ্যমে হিল আনসার ও হিল ভিডিপি সদস্যরা সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জোরালো ভূমিকা ও আস্থার স্বাক্ষর রেখেছে। পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত আনসার-ভিডিপি ক্লাবসমূহ আগামীতে আর্থসামাজিক পরিমণ্ডলে আরও বেশি দৃশ্যমান হবে।

গৌরবময় ইতিহাসের সাফল্য বহনকারী এ বাহিনী ভিডিপি সদস্যদেরকে একটি আধুনিক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং মানব নিরাপত্তাসূচকের আলোকেই পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জনকল্যাণমুখী কার্যক্রম। বাহিনীর উদ্যোগে কৃষকদের পাকা ধান কাটতে সহযোগিতা করা, কুমিল্লা ও ফেনিতে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের মাঝে আমনের চারা বিতরণ এবং কুমিল্লায় বন্যায় বাড়িঘর হারিয়ে নিঃস্বদের গৃহ পুনর্নির্মাণে সহায়তা করা হয়।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী একটি সেবাধর্মী বাহিনী। দীর্ঘদিন ধরে এই বাহিনীটির অভ্যন্তরেই ঘাপটি মেরে ছিল নানারকম বৈষম্য। নতুন বাংলাদেশের সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় এই বাহিনীর অভ্যন্তরীণ বৈষম্য দূরীকরণেও নানারকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাহিনীর অভ্যন্তরে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমাধানের উদ্যোগ, সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনয়ন, সাংগঠনিক কাঠামোকে ঢেলে সাজিয়ে পরিপূর্ণভাবে চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠা করা, সদস্যদের প্রতিটি কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকি করা, বাহিনীর বিভিন্ন শাখাগুলোর মধ্যে আন্তঃসমন্বয় সাধন করা, লিডারশিপ-ফলোয়ার ভিত্তিতে পেশাগত দায়বদ্ধতা, সর্বোপরি বাহিনীর সকল কার্যক্রমের জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় বিধিমালা ও নীতিমালা সংস্কার করে যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে রেঞ্জ, জেলা ও ব্যাটালিয়ন অনুযায়ী জনবল কাঠামোর যথাযথ প্রাধিকারকরণ প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণতা ও বাহিনীর কোনো প্রকার রূপকল্প পরিকল্পনার অভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন জটিলতা বিদ্যমান, যার প্রয়োজনীয় সংস্কার করার কাজ চলমান রয়েছে। বাহিনীর সুনির্দিষ্ট মিশন ও কার্যপরিধি অনুযায়ী আভ্যন্তরিক-অনাভ্যন্তরিক কার্যক্রম বিবেচনায় যথাযথভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোকে অধিক গতিশীল, জবাবদিহিমূলক ও যথাযথ বিধিমালা-নীতিমালা লিপিবদ্ধকরণেই চলমান সংস্কার কার্যক্রমের মূল ফোকাস।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে জবাবদিহির আওতায় আনার পাশাপাশি পেশাগতভাবে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার জন্যও কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিশেষ করে সুদক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে প্রথমবারের মতো ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে ও বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উচ্চতর জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণে ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, আনসার-ভিডিপি একাডেমিতে পরিচালিত সকল প্রকার প্রশিক্ষণ মডিউল স্তরভিত্তিক যুগোপযোগী করা হচ্ছে, যাতে বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বের দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত কার্যপরিধি অনুযায়ী বাহিনীর কর্মকর্তা ও অন্যান্য ব্যাটালিয়ন বা জেলা নেতৃত্বকে আরও বেশি কার্যকর, গতিশীল ও আস্থাশীল করা যায়।

বাহিনীর সদস্যদের সক্ষমতা অর্জনে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণে বহুমুখী কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সদস্যদের রেশন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিতরণ, পরিবহন, ও সঠিক পরিমাণ সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের ভোগান্তিসমূহ দূরীকরণে নেওয়া হয়েছে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। যুগের পর যুগ আনসার সদস্যরা ইস্যুকৃত গমের পরিবর্তে আটার দাবি করে এসেছে, বাহিনীর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কোনো প্রকার অতিরিক্ত রাজস্ব বাজেট ছাড়াই প্যাকেটজাত আটা বিতরণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন কারণে রেশন বিতরণের সময় পরিমাণে কম দেওয়ার অভিযোগ দূরীকরণের জন্য খোলা চিনি ও খোলা ডালের পরিবর্তে উন্নতমানের প্যাকেটজাত ডাল ও চিনি বিতরণ প্রচলন করা হয়েছে। বাহিনীর অঙ্গীভূত আনসারদের মৌলিক বৈষম্য দূরীকরণে প্রথমবারের মতো কম্বলসহ বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রী ইস্যু সমন্বয় করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি বিষয়ক বিশেষ সহকারী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৫তম জাতীয় সমাবেশ-২০২৫ উপলক্ষ্যে বাহিনীর সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সদস্য-সদস্যাকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন এবং প্রত্যাশা করি সাফল্যমণ্ডিত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

দেশের সর্ববৃহৎ জনসম্পৃক্ত এই বাহিনী দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল, বিমান বন্দর, স্থলবন্দর, রোহিঙ্গা ক্যাম্পসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় স্বার্থ জড়িত এলাকায় সেনাবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দায়িত্ব পালন করছে। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় শান্তি ও সংহতি রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের গড়ে তোলা নিরাপত্তা প্রতিরোধ ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। এই অঞ্চলে নিরাপত্তার দায়িত্বে ৬ হাজার আনসার ব্যাটালিয়ন সদস্য এবং ১৩ হাজারেরও অধিক হিল আনসার ও হিল ভিডিপি নিয়োজিত আছে।

জুলাই-আগস্ট, ২০২৪ এর ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আমাদের অন্যতম বড়ো প্রাপ্তি অগ্রসরমান যুবসমাজ। বৃহদাকার এই যুবসমাজকে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাঠ পর্যায়ের লক্ষ্য অর্জনে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে এক অভিনব শক্তির সঞ্চার হয়েছে, যা আগামীতে তরুণ সমাজকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তায় জোরালো ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে।

সামাজিক সম্প্রীতি ও অসাম্প্রদায়িক বন্ধন দৃঢ়কল্পে শারদীয় দুর্গাপূজাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে একীভূত হয়ে রাষ্ট্রের অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব আস্থার সাথে পালন করে আনসার বাহিনীর সদস্যরা। ভূমিদস্যু প্রতিরোধ, ভেজাল বিরোধী অভিযান ও মাদকমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় উপজেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে এ বাহিনীর অতন্দ্র প্রহরী সদস্যরা। সামাজিক নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশের সর্ববৃহৎ এ বাহিনী আগামীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী।

আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সদস্য-সদস্যারা উদ্যম, দক্ষতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে বাহিনীর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করবেন। আমি বাহিনীর অব্যাহত অগ্রগতি এবং সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মহান আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) আব্দুল হাফিজ

সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৫তম জাতীয় সমাবেশ-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে বাহিনীর সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং সদস্য-সদস্যার প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশের অন্যতম সুশৃঙ্খল একটি বাহিনী। দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাহিনীর আনসার ব্যাটালিয়ন, অঙ্গীভূত আনসার ও ভিডিপি সদস্যরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন উদ্যমে দেশ সেবায় নিয়োজিত হওয়ার অভিপ্রায় আজ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চলমান সংস্কারের আওতায় যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তির ব্যবহার, স্বচ্ছতা, কাঠামোগত সমন্বিত উদ্যোগ, বাহিনীর সদস্যদের যথাযথ মূল্যায়ন, জবাবদিহি ও কার্যকর নেতৃত্বের সমন্বয়ে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রশংসনীয়।

জুলাইয়ের ছাত্রজনতার গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশের পুনর্জন্মক্ষণে নবচেতনায় উজ্জীবিত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা সেবাদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবার মান উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা রাখছে। বাহিনীর তৃণমূল বিস্তৃত মৌলিক সাংগঠনিক সক্ষমতা কর্মোদ্যমী সকল মানুষের বিশেষ করে তরুণ সমাজের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠার আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবচিত্র প্রতিফলিত হবে বলে আমি মনে করি।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অন্তদর্শনে এ বাহিনীর সকল সদস্য নব উদ্যমে দায়িত্ব পালন করবে মর্মে আশা রাখছি। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নিজ কর্মস্পৃহা, বাহিনীর নীতিমালা ও আদর্শ কর্মকৌশল ও প্রতিনিয়ত একধাপ এগিয়ে যাওয়ার ইতিবাচক মানসিকতা বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে নিয়ে যাবে সক্ষমতা অর্জনের অনন্য চূড়ায়।

আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী চলমান সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আরও সক্ষমতা অর্জন করে ও প্রশাসনিক গতিশীলতার মাধ্যমে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং জাতির সার্বিক কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

পরিশেষে, আমি এ বাহিনীর উত্তরোত্তর সফলতা ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ।

নাসিমুল গনি

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

বাণী

জাতীয় সমাবেশ-২০২৫ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল পর্যায়ের সদস্যদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই দিনটি বাহিনীর ইতিহাস ও গৌরবের প্রতীক। এদিনে বাহিনীর পক্ষ থেকে দেশবাসীর প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ সালাম।

এ দেশের মাটি ও মানুষের নির্ভরতার প্রতীক হিসাবে নিজেদেরকে প্রস্তুত করে নিবেদিতপ্রাণ সেবায় বদ্ধপরিকর বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। শুধু পূজা ও নির্বাচনের দায়িত্ব পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলোতে জোরালো ভূমিকা রাখতে বাহিনীর বিদ্যমান কাঠামোতে মূল শক্তির উৎসগুলো চিহ্নিত করে সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী সর্বজনীন উন্নয়নে আগামীতে আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখবে।

জুলাই বিপ্লবোত্তর নতুন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে নতুন রাষ্ট্র বিনির্মাণে আত্মদানকারী দেশপ্রেমিক ছাত্র-জনতা এবং আহত সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। বাংলাদেশের নবযাত্রায় প্রথমেই কিছুটা হোঁচট খেলেও আমরা বাহিনীর যে সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছি, সেখানে আমাদের মিশন ও অভীষ্ট লক্ষ্যগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করে সদস্যদের পেশাগত উৎকর্ষ ও জনবান্ধব মানসিকতা উন্নত করা হয়েছে। আমাদের অন্যতম মূল লক্ষ্য হলো প্রান্তিক পর্যায়ে তরুণ সমাজকে সামাজিক নিরাপত্তায় সম্পৃক্তকরণ এবং কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা তৈরিতে মূল ভূমিকা রাখা।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর দীর্ঘদিনের অবহেলিত ক্ষেত্রগুলো রয়েছে, যেমন-আনসার ভিডিপি ক্লাব, আনসার ভিডিপি কোঅপারেটিভ সোসাইটি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক; এগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে দেশসেবার যে মহান দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে, তা আমরা সমুন্নত রাখবো।

আমরা ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য যে কার্যক্রমগুলো রয়েছে, সেগুলোকে আমাদের গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের মাধ্যমে গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। সুবৃহৎ এই বাহিনীর ৬০ লক্ষ জনশক্তিকে কার্যকর ভূমিকায় দৃশ্যমান করার জন্য ডাটাবেজ তৈরির মাধ্যমে সর্বস্তরে জবাবদিহি নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া চলমান। প্রতিটি উপজেলা বা ইউনিয়নে সমাজসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা, ডিসপেনসারি ও আইটি সাপোর্ট সেন্টারসহ বিভিন্ন সেবামূলক কাজ চালু করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

আমার দৃঢ় প্রত্যয়, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী নৈতিক চেতনা ও কল্য